

আঁধার হাওয়া

আমার যৌবনের রূপোলী দিনগুলি
আধফোঁটা রজনীগন্ধার কুঁড়ির মতো স্বপ্ন হয়ে
হেমন্ত সন্ধ্যায় কুয়াশায় শরীর ছুঁয়ে আছে।

তেমনি ধোঁয়ার কুয়াশা সন্ধ্যা না হতেই
শেষ অঘ্রাণের আঁধার ঘনিয়ে দেয়।
দুর্লভ স্বপ্নমুকুল মনের আনাচে কানাচে
এই আঁধারেই যোরাফেরা করে।

কিন্তু, এরা ভূত নয়
ভূত বলে অন্য কোন কিছু নেইও;
আসলে, বদমাস মানুষরাই এক একটা ভূত।
বদমাসী মানুষীরা পেল্লী হয়।
ভূতের মতো অদ্ভুত সেই বদমাশ মানুষ - মানুষীরা
স্বৈচ্ছায় মানুষের ক্ষতি করে।
ওদের কথাই ভূত - পেল্লীর বাস্তব গল্পো হয়ে
আঁধার হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়,
ভালো মানুষদের তাক লাগিয়ে দিতে চায়।

স্বপ্নেরা ভূত নয়
স্বপ্নেরা মানুষের ক্ষতি করে না
স্বপ্নেরা মধ্য বসন্তের উতল
দখিনা হাওয়ার মতো নির্মল।
মনের আধফোঁটা কুঁড়ি যুঁটিয়ে পাপড়ি মেলে দেয়।
সৌরভ ছড়ায় মৌমাছি আসে
ফল ধরে, বীজও হয়।
সেই বীজ থেকে ফের গাছ
ছায়া পাখী ফল হাওয়া...সবাই।

স্বপ্নেরা একদিন না একদিন সত্য হয়।
দিনের উজ্জল আলোর রথে চেপে এসে
মনের সদর দরজায় কড়া নাড়ে, বলে—
‘সত্য’ জেগে আছো?’

সত্য জেগে থাকে এবং চিরদিন একাই থাকে।

তখন মানুষও ফুলের মতো
কুঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসে
প্রস্ফুটিত হয়, সৌরভ ছড়ায়।

ভূত কিন্তু ভূতই
দিনের আলো দেখলেই পালিয়ে বাঁচে।
ক্ষতির বেলা আঁধারে ঠিক এসে হাজির হয়
একা নয় — সাঙ্গোপাঙ্গো সহ ভারী দলবল নিয়ে
ওদের কেউ ক্ষতি চায়
কেউ পুরস্কার চায়, কেউ অন্য কোন কিছু।
মুখে তখন অন্য রকম
হাওয়ার শব্দ, গন্ধ বয়ে যায়।



সেটা ঘূর্ণিঝড়ের মারণ সংকেত
সেই মরণ ঝড়ে সে নিজেও ডুবে যায়
দেশকেও ডোবায়!

শেখ ফিরোজ উদ্দীন আহমদ

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310

email: editor@srishtisandhan.com